ইনকিলাব ৮

শনিবার, ৭ চৈত্র ১৪১৫, ২১ মার্চ ২০০৯

প্রসঙ্গ কথা

ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পর্যালোচনা

ড. এম আজিজুর রহমান

মেইন ল্যান্ড ইন্ডিয়ার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সাতকন্যার উন্নয়ন প্রেক্ষিতে অনেক দেরীতে হলেও ভারত আরো একটু বেশী করে যত্নশীল হতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশ হয়ে পরিবহন, চলাচল যাতায়াত ও গমনাগমনের পথ ও সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। সংক্ষেপে ভারত চায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাবান্ধা ও বেনাপোল থেকে বাংলাদেশ হয়ে সিলেট ও ত্রিপুরার বিভিন্ন পয়েন্টে যেতে একাধিক ট্রানজিট সুবিধা। তাহলে ভারতের এই ভ্রমণ বা সফর সময়কাল কমবেশী ৫০ ঘন্টা বা দুই/তিন দিন থেকে হ্রাস পেয়ে কমবেশী ১০/১২ ঘন্টা বা অর্ধদিনে রূপান্তরিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা ও সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে নেপাল ও ভুটান বরাবর উত্তর প্রান্তের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা ও কোলকাতা সংশ্লিষ্ট জায়গায় সফর, ভ্রমণ ও চলাচল করতে কমবেশী ৫০ ঘন্টা বা ২/৩ দিন সময় লাগে।

আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী এবং কুমিল্লার কিয়দাংশ ব্রিটিশ ভারতের এই সাতকন্যারই অংশ ছিল। অনুমান করা যায়, বাংলাদেশের খাগড়াছড়ির ন্যায় ভারতের এই সাতটি রাজ্যে জনগণের খুবই কম বসতি। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, দামী কাঠ, নদ-নদী ও পার্শ্ববর্তী শিল্প স্থাপনের সুবিধা এবং মৎস্য চাষ, বনায়ন, গবাদি পশুপালনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ। সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও উন্নয়নের মাধ্যমে সংক্ষেপে ভারত চায় তার সাত কন্যাসহ সমগ্র ভারতের উন্নয়ন। নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ ভারতের এই সাতটি অঙ্গরাজ্যে বৃহত্তর স্বার্থে ট্রানজিট দিতে সদা প্রস্তুত। আবার অন্যদিকে নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশ আঞ্চলিকভাবে সীমিত আওতার ভেতরেও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সুবিধা চায়। সামগ্রিক ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও চাই আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে। আমরা ভারতের সাথে ছোটখাটো সমস্যার কথা ভুলে গেলেও নেপাল ও ভুটানের সাথে আমাদের করিডোর সংযোগ ও সংশ্লিষ্ট মংলা বন্দর উন্নয়নের মতো এত বড় বৃহৎ স্বার্থের কথা আমরা ভুলতে পারি না বিধায় এই প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী হওয়া উচিত নিম্নরূপ :

১. কমবেশী সব দেশেরই স্বার্থ উদ্ধার হোক এই মর্মে বাস্তবতার কারণে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে আওতাভুক্ত করতে না পারলেও অন্তত ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান প্রস্তাবিত এই চারটি দেশকে ট্রানজিটের আওতাভুক্ত করতে হবে।

২. পরিবহন, যাতায়াত, সুলভ গমনপথ এবং সহজে চলাচলের সুবিধার্থে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বেনাপোল ও বাংলাবান্ধা থেকে ত্রিপুরা, আগরতলা, সিলেট ও আসাম সীমান্ত বরাবর ট্রানজিট হিসেবে একের অধিক আন্তর্জাতিক মহাসড়ক পেতে ভারত আগ্রহী। স্বার্থসংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয় এবং সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজিও হয়ে যেতে পারি।

৩. ভুটান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশ এবং নেপাল থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মংলা বন্দর পর্যন্ত যাতায়াতের এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক মহাসড়ক নির্মাণ করা যেতে পারে।

৪. মংলা বন্দরকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে এবং ভারত, নেপাল ও ভুটান যাতে করে সমসাময়িকভাবে বন্দরটি ব্যবহার করতে পারে এই মর্মে মংলা বন্দরকে একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর হিসেবে উন্নীত করতে হবে।

৫. নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত আরো একটি আন্তর্জাতিক মহাসড়ক নির্মাণের কথা ভাবা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক মহাসড়ক দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ও ভুটানের জনগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রেক্ষিতে যাতায়াত ও যানবাহনের অবাধ সুযোগ-সুবিধা পাবে।

৬. ভারত, নেপাল, ভুটান থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মহাসড়ক হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে মংলা সামুদ্রিক বন্দরের সুযোগ-সুবিধা কথিত চারটি দেশই ভোগ করতে পারবে। এসব আন্তর্জাতিক মহাসড়ক এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর মংলা উন্নয়ন প্রকল্পে সামগ্রিক ব্যয় ও জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সবাই বহন করবে।

৭. এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশের জনগণের নিরাপত্তা, স্বস্তি, নিশ্চিত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আশঙ্কা ও উদ্বেগহীনতা সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা আঞ্চলিকভাব অবশ্যই কাম্য। যেমন-যানবাহন ও মালপত্রসহ একটি দেশের প্রবেশ ও বহির্গমন দ্বারে যথার্থ পরিমাণে Security ও custom clearance-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোন দেশ সন্দেহভাজন কোন যানবাহন ও জনগণকে নিশ্চিত নিরাপত্তার স্বার্থে সবিস্তারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করবে। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অপরাধী কোন ব্যক্তিবর্গ, যানবাহন বা কোন সংস্থাকে যথাযথভাবে আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করতে পারবে। নিরাপত্তার সংশ্লিষ্টতা হিসেবে আরো উল্লেখ্য, এসব আন্তর্জাতিক ট্রানজিট দিয়ে কোন যানবাহন, ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ, গোলাবারুদ, বোম ও অবৈধ কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবে না। নিরাপত্তাজনিত ভয়ভীতি থেকে দেশকে কক্ষা করতে পারলে ট্রানজিটের মাধ্যমে কথিত চারটি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মতো দ্রুত উন্নতি করতে পারবে। সর্বশেষে আন্তর্জাতিক ট্রানজিটগুলোকে শুধু দেশী-বিদেশী ব্যবসায়-বাণিজ্য কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে, রাজনৈতিক কার্যক্রমেও নয়। আঞ্চলিক যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ, সন্ত্রাসীমূলক নাশকতা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কোন কারণে আঞ্চলিকভাবে সংঘাতময় কোন ঘটনা ঘটলে সাময়িকভাবে হলেও আন্তর্জাতিক ট্রানজিটের মহাসড়ক ও গমনাগমনের পথগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। বাস্তবতার কথা ভেবে আমরা আশা করবো ভারত আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে অনেক বড় মনের অধিকারী হয়ে নতুন করে হলেও উপযুক্ত, উদার ও উন্মুক্ত বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানকে একত্রে সমন্বয় করে আলাপ-আলাচনার উদ্যোগ নেবে। স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ছোট বিষয়গুলো বাদ দিলে অন্তত বড় বিষয়গুলোতে বৃহত্তর স্বার্থ উদ্ধারে একমত পোষণ করে আন্তর্জাতিক ট্রানজিট ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলার উন্নয়ন ঘটিয়ে কথিত চারটি দেশের জনগণের ভাগ্য দ্রুতগতিতে উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মর্মে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশাবাদী।

❑ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি